পঞ্চম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বর্ণমালা (রোমীয় লিপি)

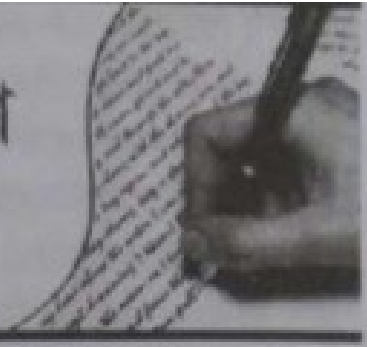

"The 'national' scripts of the various European peoples are, with a few exceptions, adaptations of the Latin alphabet to Germanic, Romance, Slavonic and Finno-Ugrian Languages."—Diringer, David : The Alphabet, Vol. I.—ড. রামেশ্বর শ'—'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

● লিপি ও বিজ্ঞান ঃ

মানুষ চিরকাল জীবিত থাকে না। অথচ তার কথা ও কীর্তিকে সে রেখে যেতে চায়—চিরকালের জন্য। এই বাসনা থেকেই লিপির জন্ম। এই লিপির মাধ্যমে এক স্থানের ও এক সময়ের মানুষ, অন্য স্থান ও কালের মানুষের জন্য লিপি লিখে রেখে যেতে পারে—যার মাধ্যমে পরবর্তীকালের মানুষ সেই লিপির দ্বারা মানুষের অভীপ্সা ও কীর্তিকে উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হতে পারবেন।

আর এই লিপি পদ্ধতির ক্রমিক বিবর্তন, তার রূপ বৈচিত্র্য যে বিজ্ঞানে লিপিবদ্ধ থাকে, তাকে লিপিবিজ্ঞান বা Graphics বলে।

ডেভিড্ ডিরিঙ্গার পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ লিপিবিজ্ঞানী। তাঁর 'The Alphabet' গ্রন্থে পৃথিবীর প্রায় সব ভাষার ক্রমবিবর্তনের কাহিনি তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

ড. সুকুমার সেন তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে লিপির এই বিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন এবং লিপির বিবর্তনের ক্ষেত্রে পাঁচটি সোপানের নির্দেশ করেছেন। সেগুলি হ'ল—(ক) কুইপু অর্থাৎ গ্রন্থিলিখন। (খ) চিত্রলিপি ও ভাবলিপি। (গ) শব্দলিপি। (ঘ) অক্ষরলিপি এবং (ঙ) ধ্বনিলিপি।

"পঞ্চম সোপানে অক্ষরলিপির শেষ পরিণাম হইল ধ্বনিলিপি (Alphabetic Script)। যেমন, প্রাচীন মিশরীয় সিংহীর (লাবোই) ছবি শব্দলিপিতে হইল (লাবোই) এই ধ্বনিসমষ্টির দ্যোতক, অক্ষরলিপিতে হইল (লা) এই আদ্য অক্ষরের Syllable-এর প্রতীক এবং সবশেষে গ্রীক-রোমান ধ্বনিলিপিতে (ল্) এই একক ধ্বনি বা বর্ণ (Letter)"।

—সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত

● রোমীয় বর্ণমালা ঃ

ড. সুকুমার সেনের মতে—'গ্রীক রোমান লিপি প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বনিমূলক বর্ণমালা। ভারতীয় লিপি অংশত ধ্বনিমূলক এবং অংশত অক্ষরমূলক। যেমন—(অ) ধ্বনিমূলক অক্ষর, কিন্তু (ক) (=ক্অ) অক্ষরমূলক'।

ড. রামেশ্বর শ' রোমীয় বর্ণমালার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"*লাতিন ভাষায়*

লেখার জন্যে রোমে এই লিপি ব্যবহার করা হত বলে একে রোমীয় বর্ণমালা (Roman Alphabet) বা লাতিন বর্ণমালা (Latin Alphabet) বলে। মূল লাতিন বর্ণমালার জন্ম খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে হয়েছিল। আগেকার পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, গ্রীক বর্ণমালা থেকে লাতিন বর্ণমালার জন্ম। এখনকার পণ্ডিতেরা মনে করেন এট্রুস্কান (Etruscan) বর্ণমালা থেকে লাতিন বর্ণমালার জন্ম। এই লাতিন বর্ণমালা থেকে নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক রোমীয় লিপির (Roman Script) বিকাশ হয়েছে। এই বর্ণমালা অনেকটা বৈজ্ঞানিক এবং মুদ্রণাদি ব্যাপারে সুবিধাজনক।"

রোমীয় বর্ণমালা আন্তর্জাতিক লিপির মর্যাদা পেয়েছে। বর্তমানে ইউরোপে ইংরেজি, জার্মান, ফারসি প্রভৃতি অধিকাংশে ভাষায় এই রোমীয় লিপির ব্যবহার গৃহীত হয়েছে।

এই রোমীয় বর্ণমালার উপযোগিতা নানান কারণে আজ স্বীকৃত হয়েছে। এই বর্ণমালা— (ক) বৈজ্ঞানিক, (খ) ছাপার পক্ষে সুবিধাজনক, (গ) স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সব পরিষ্কার করে পৃথক্ পৃথক্ লেখা যায়।

যেমন, বাংলো 'দাদা' শব্দটিতে চারটি ধ্বনি আছে—দ্ + আ + দ্ + আ। এখানে 'আ' ধ্বনিটি শুধু আকারের চিহ্ন (া) দিয়ে লেখা হয় বলে আমরা 'আ' ধ্বনিটি পৃথক করে ধরতে পারি না। কিন্তু রোমীয় লিপিতে এটি পৃথকভাবে লেখা হয় '-' বর্ণ দিয়ে, যেমন—**dādā**।

'দাদা' শব্দে আ-কার চিহ্ন (া) আছে বলে 'আ' ধ্বনিটি উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু যদি বলি 'দখল' তাহলে 'দ্' এর সঙ্গে যে একটি 'অ' উচ্চারিত হচ্ছে তা আমরা লক্ষও করি না। অথচ 'দ' এর সঙ্গে একটি 'অ' ধ্বনি আছে। রোমীয় লিপিতে এটি স্পষ্ট করে পৃথক্ বর্ণ 'a' দিয়ে লেখা হয়। যেমন, দখল=**dakhal**। এই ধরনের পদ্ধতি নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক এবং তা মুদ্রণের পক্ষেও উপযোগী।

- **রোমীয় বর্ণমালা ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা-র তুলনা :**

(এক) আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় বিভিন্ন ধ্বনির জন্য যে সব বর্ণ ব্যবহার করা হয় সেগুলি মূলত রোমীয় বর্ণমালা থেকে নেওয়া হয়েছে।

(দুই) ইংরেজি ভাষা এখন যে লিপিতে লেখা হয় সেটিই হল রোমীয় লিপি। কিন্তু রোমীয় লিপি দিয়ে সব ধ্বনি লেখা যায় না বলেই আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় কিছু বর্ণও ঠাঁই পেয়েছে।

(তিন) রোমীয় বর্ণমালার কিছু কিছু বর্ণকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় রূপান্তরিত করে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, রোমীয় বর্ণমালার তালব্য 'শ' = Sh বা S-কে পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়েছে এইভাবে।

(চার) রোমীয় বর্ণমালায় ব্যক্তিনাম ও স্থাননাম লিখতে গেলে প্রথম বর্ণ বড় অক্ষরে লিখতে হয়, কিন্তু আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার ক্ষেত্রে প্রথম অক্ষর capital letter হয় না। যেমন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

রোমীয় বর্ণমালায় বর্ণান্তর	IPA
= Asutoś Mukhopādhyay.	=/aʃutoʃmukʰopaddʰaē/

(পাঁচ) ভারতীয় লিপি থেকে রোমীয় লিপিতে আমরা যেটা লিখি সেটি বর্ণান্তর মাত্র।

সংস্কৃত বর্ণ ও ধ্বনি	বাংলা বর্ণ	রোমীয় বর্ণ-মালার চিহ্ন	সংস্কৃত বর্ণ ও ধ্বনি	বাংলা বর্ণ	রোমীয় বর্ণ-মালার চিহ্ন
অ(অ)	অ	a	ছ(ছ)	ছ	ch
আ(আ)	আ	ā	জ(জ)	জ	j
ই(ই)	ই	i	ঝ(ঝ)	ঝ	jh
ঈ(ঈ)	ঈ	ī	ঞ(ঞ)	ঞ	ñ
উ(উ)	উ	u	ট(ট)	ট	ṭ
ঊ(ঊ)	ঊ	ū	ঠ(ঠ)	ঠ	ṭh
ঋ(ঋ)	ঋ	ṛ	ড(ড)	ড	ḍ
ৠ(ৠ)	ৠ	ṝ	ঢ(ঢ)	ঢ	ḍh
ঌ(ঌ)	ঌ	ḷ	ণ(ণ)	ণ	ṇ
এ(এ)	এ	e	ত(ত)	ত	t
ঐ(ঐ)	ঐ	oi/ai	থ(থ)	থ	th
ও(ও)	ও	o	দ(দ)	দ	d
ঔ(ঔ)	ঔ	ou/au	ধ(ধ)	ধ	dh
ক(ক)	ক	k	ন(ন)	ন	n
খ(খ)	খ	kh	প(প)	প	p
গ(গ)	গ	g	ফ(ফ)	ফ	ph
ঘ(ঘ)	ঘ	gh	ব(ব)	ব	b
ঙ(ঙ)	ঙ	ṅ	ভ(ভ)	ভ	bh
চ(চ)	চ	c	ম(ম)	ম	m
		y			

সংস্কৃত বর্ণ ও ধ্বনি	বাংলা বর্ণ	রোমীয় বর্ণ-মালার চিহ্ন	সংস্কৃত বর্ণ ও ধ্বনি	বাংলা বর্ণ	রোমীয় বর্ণ-মালার চিহ্ন
र्(র)	র্	r		ড়	ṛ/ḍ/r
ल्(ল)	ল্	l		ঢ়	ṛʰ/dh/ṛʰ
(অন্তঃস্থ ব)	ব্	w/v		য়	y
श्(শ)	শ্	ś		ওয়	w
ष्(ষ)	ষ্	ṣ		।	.
स्(স)	স্	s		,	,
ह्(হ)	হ্	h		;	;
ं(ং)	ং	ṁ/ṅ		""	""
ः(ঃ)	ঃ	ḥ		''	''
ँ(ঁ)	ঁ	n / ~		–	–

রোমীয় বর্ণমালা ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা

বাংলা বর্ণ	রোমীয় বর্ণ-মালার চিহ্ন	বাংলা স্বনিম	IPA চিহ্ন
অ	a	/অ/	/ɔ/
আ	ā	/আ/	/a/
ই ঈ	i ī	/ই/	/i/
উ ঊ	u ū	/উ/	/u/
ঋ	ṛ	/রি/	/ri/=r̥+
এ	e	/এ/	/e/
ঐ	oi/ai	/ঐ/	/oi̯/
ও	o	/ও/	/o/
ঔ	ou/au	/ঔ/	/ou̯/
এ	e	/অ্যা/	/æ/,/e/
ক্	k	/ক্/	/k/

	রোমীয় বর্ণ-মালার চিহ্ন	বাংলা ধ্বনিম	IPA চিহ্ন
छ्	ch	/ছ/	/cʰ/
ज्	j	/জ/	/ɟ/
झ्	jh	/ঝ/	/ɟʰ/
ञ्	ñ	/ন/	/n/ ~/
ट्	t	/ট/	/ʈ/
ठ्	th	/ঠ/	/ʈʰ/
ड्	d	/ড/	/ɖ/
ढ्	dh	/ঢ/	/ɖʰ/
ण्	n	/ন/	/n/
त्	t	/ত/	/t̪/
थ्	th	/থ/	/t̪ʰ/
द्	d	/দ/	/d/
ध्	dh	/ধ/	/dʰ/
न्	n	/ন/	/n/
प्	p	/প/	/p/
फ्	ph	/ফ/	/pʰ/
ब्	b	/ব/	/b/
भ्	bh	/ভ/	/bʰ/
म्	m	/ম/	/m/
य्	y/j	/জ/	/ɟ/
र्	r	/র/	/r/
ल्	l	/ল/	/l/
व्	w/v	/ব/	/b/
श्	ś	/শ/	/ʃ/
ष्	ṣ	/শ/	/ʃ/
स्	s	/শ/	/ʃ/
ह्	h	/হ/	/h/
ं	ṅ/ṁ	/ঙ/	/ŋ/
ः	ḥ	/হ/	/h/
ँ	n / ~		/~/
	r/d/r	/ড়/	/ɽ/

বাংলা থেকে রোমীয় বর্ণমালায় বর্ণান্তর
(Roman Transliteration)

● নমুনা—১

"নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব।"

রোমীয় বর্ণান্তর ঃ

ন্+ঈ+র্+অ+দ+অ ন্+য়্+ন্+এ
ন্+ঈ+র্+অ+ঘ্+ন্+অ স্+ই+ন্+চ্+অ+ন্+এ
প্+উ+ল্+অ+ক্+অ ম্+উ+ক্+উ+ল্+অ অ+ব্+অ+ল্+অ+
ম্+অ
স্+ব্+এ+দ্+অ ম্+অ+ক্+অ+র্+অ+ন্+দ্+অ
ব্+ই+ন্+দ্+উ ব্+ই+ন্+দ্+উ চ্+উ+য়্+অ+ত্+অ
ব্+ই+ক্+অ+শ্+ই+ত্+অ ভ্+আ+ব্+অ+ক্+অ+দ্+অ+ম্+
ব্+অ

"nīrada nayne nīraghana sincane
pulaka-mukula abalamba
sweda-makaranda bindu bindu cuyata
bikaśita bhaba-kadamba."

● নমুনা—২

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ।।"

রোমীয় বর্ণান্তর ঃ

র্+ঊ+প্+এ+র্ প্+আ+থ্+আ+র্+এ আঁ+খ্+ই
ড্+উ+ব্+ই স্+এ র্+অ+হ্+ই+ল্+অ
য়্+ঔ+ব্+অ+ন্+এ+র্ ব্+অ+ন্+এ ম+অ+ন্
হ্+অ+র্+আ+ই+য়্+আ গ্+এ+ল্+অ
ঘ্+অ+র্+এ য+আ+ই+ত্+এ প্+অ+থ্
ম্+ও+র্ হ্+ঐ+ল্+অ অ+ফ্+উ+র+আ+ন্
অ+ন+ত্+অ+র্+এ ব্+ই+দ্+অ+র্+এ
হ্+ই+য়্+আ ক্+ই জ্+আ+ন্+ই ক্+অ+র+এ
প্+র্+আ+ণ্

rūper pāthāre ākhi dubi se rahila.
joubaner bane man hārāiyā gela.
ghare jāite path mor haila aphurān.
antare bidare hiyā ki jāni kāre prān."

• নমুনা—৩

".....গাইব, মা বীররসে ভাসি,
মহাগীত, উরি, দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

রোমীয় বর্ণান্তর ঃ

গ্+আ+ই+ব্+অ, ম+আ ব+ঈ+র্+র্+অ+স্+এ ভ্+আ+স্+ই,
ম্+অ+হ্+আ+গ্+ঈ+ত্, উ+র্+ই, দ্+আ+স্+এ দ্+এ+হ্+অ
প্+অ+দ্+অ+ছ্+আ+য়্+আ। ত্+উ+ম্+ই+ও আ+ই+স্+অ,
দ্+এ+ব্+ই, ত্+উ+ম্+ই ম্+অ+ধ্+উ+ক্+অ+র্+ঈ
ক্+অ+ল্+প্+অ+ন্+আ। ক্+অ+ব্+ই+র্ চ্+ই+ত্+ত্+অ
ফ্+উ+ল্+অ+ব্+অ+ন্+অ ম্+অ+ধ্+উ ল্+অ+য়্+এ,
র্+অ+চ্+অ ম্+অ+ধ্+উ+চ্+অ+ক্+র্+অ,
গ্+অ+ঔ+ড়্+অ+জ্+অ+ন্ য়্+আ+হ্+এ
আ+ন্+অ+ন্+দ্+এ ক্+অ+র্+ই+ব্+এ
প্+আ+ন্ স্+উ+ধ্+আ ন্+ই+র্+অ+ব্+অ+ধ্+ই

".....gāiba, mā birrase bhāsi,
mahāgīt, ūri, dāse deha padachāyā.
—tumio āisa, debi, tumi madhukari
kalpanā! kabir citta-phulabana-madhu
laye, raca madhucakra, gouḍajan jāhe
ānande karibe pān sudhā nirabadhi."

• নমুনা—৪

"রমণীমণ্ডলী এ সংসারের নারিকেল ফল। নারিকেলও কাঁদি কাঁদি ফলে বটে, কিন্তু (ব্যবসায়ী নহিলে) কেহ কখন কাঁদি কাঁদি পাড়ে না। কেহ কখন দ্বাদশীর পারণার মনুরোধে, অথবা বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণসেবার জন্য একটি আধটি পাড়ে। কাঁদি কাঁদি পাড়িয়া খাওয়ার অপরাধে যদি কেহ অপরাধী থাকে, তবে সে কুলীন ব্রাহ্মণেরা। কমলাকান্ত কখন সে অপরাধে অপরাধী নহে।"

মনুষ্যফল ঃ কমলাকান্তের দপ্তর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।